গোপালগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

উন্নয়নের গণতন্ত্র

নগর সমন্বয় কমিটির (TLCC)’র সভার কার্যবিবরনী

(জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১৯)

সভার স্থান ঃ পৌর সভাকক্ষ সভার তারিখ ঃ ২৬/৯/২০১৯ খ্রিঃ সময় ঃ ১১.০০ ঘটিকা। সভাপতি ঃ **জনাব কাজী লিয়াকত আলী,** মেয়র, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

সভার উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট - ‘ক’ দ্রষ্টব্য

আলোচ্যসূচী - ১ ঃ বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা	প্রয়োজনীয় সংশোধন (যদি থাকে)	সিদ্ধান্ত
১। কার্যবিবরণী পাঠ করেন জনাব, কে জী এম মাহামুদ সচিব, গোপালগঞ্জ পৌরসভা	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হয় ও সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।	কোন সংশোধনীর প্রয়োজন নাই	সর্বসম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরনী অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী - ২ ঃ UGIIP-III এর আওতায় UGIAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।

ক্ষেত্র - ১। নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ (Citizen Awareness and Participation)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
১.	ক)TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১১৫ ধারা)	- বিগত ১৯/৬/১৯ তারিখে TLCC সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল -পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। -সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMU তে প্রেরন করা হয় ।	পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১১৫ ধারা অনুযায়ী গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা করা চলমান রয়েছে। গত ১৯/৬/২০১৯ইং তারিখে TLCC এর সভা করা হয়েছে এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সকল সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ও ৩০/৬/২০১৯ইং তারিখে PMU তে প্রেরন করা হয়েছে।	আগামী ৩১ডিসেম্বর /২০১৯ -এর মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা অনুষ্ঠান করা হবে । -পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। -সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMU তে প্রেরন করা হবে ।	মেয়র/সচিব

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
২.	খ) WC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১৪ ধারা)	বিগত ৯ টি ওয়ার্ডের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে WC মিটিং অনুষ্ঠান শেষ করে সচিবের নিকট জমা প্রদান করা হয়েছে -পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভার কার্যবিবরণী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে যথাসময়ে বিতরণ করে আগামী ৩০/৯/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে PMU তে প্রেরন করা হবে ।	সচিব জনাব কে জী এম মাহামুদ, গোপালগঞ্জ পৌরসভা বলেন,পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অত্র পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে WC সভা করার কাজ চলমান রাখা হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকের WC সভা ১৬/৯/১৯ইং তারিখ হতে ১৮/৯/১৯ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কার্যাববরনী তৈরী করা হয়েছে। WC সভা থেকে আগত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো সমাধানের জন্য TLCC এর সভায় আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন বিগত সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সকল সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং কার্যবিবরনী ৩০/৯/২০১৯ইং তারিখের মধ্যে PMU তে প্রেরন করা হবে।	- বিভিন্ন ওয়ার্ডের WC এর সভা থেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMU তে প্রেরন করা হবে ।	পৌর সচিব/সদস্য সচিব WC
৩.	গ) নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	ইতিপুর্বের নাগরিক সনদ পরিবর্তন ও সংযোজনপূর্বক TLCC কর্তৃক অনুমোদিত করে পৌরসভা অফিসে ১টি ও বাজারের পার্শ্বে ১টি প্রদর্শন করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৮ মাসে আরো তিনটি সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।	পৌরসভা UGIIP-III প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নাগরিক সনদ (CC) প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বিল বোর্ড আকারে ৩০/১১/২০১৭ইং তারিখে পৌর চত্বরে একটি ও ২ নং ওয়ার্ডে একটি স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া নভেম্বর ২০১৮ মাসে আরো তিনটি সিটিজেন চার্টার তৈরী করে বেদগ্রাম এলাকায়,মান্দার তলা এলাকায় এবং পৌর পার্ক এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে।		নগর পরিকল্পনাবিদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৪.	ঘ) তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার (সেল গঠন ও কার্যকর রাখা)	যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তা যথারীতি নথিভূক্ত করা হয়েছে ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ সমুহ কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয় এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল অভিযোগ নিস্পত্তির সময় উভয় পক্ষকে উপস্থিত রাখা এবং সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে উভয় পক্ষকে অবহিত করা হয়। প্রাপ্ত অভিযোগ / সমাধানকৃত অভিযোগসমুহের বিবরণ পৌর-পরিষদের মাসিক সভা ও TLCC এর ত্রৈমাসিক সভায় আলোচনা করা হয় ।	জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে ৯টি ওয়ার্ড থেকে মোট ৩০টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত ২৯টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়েছে।	-প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার Grievance Redress Cell (GRC) এর সভাপতি ও একজন TLCC এর সদস্যের উপস্থিতিতে অভিযোগ বক্স খোলা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্ত অভিযোগ নথিযুক্ত করা সকল অভিযোগের নিস্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার সুপারিশ করা হয়। সকল অভিযোগ নিস্পত্তির সময় অভিযোগকারীকে উপস্থিত রাখা হবে এবং সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে মেয়র মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে অবহিত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	মেয়র/সচিব, গণযোগাযোগ সেলের সভাপতি

ক্ষেত্র - ২ । নগর পরিকল্পনা (Urban Planning)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
৫.	ক) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	ইতিপূর্বে গোপালগঞ্জ পৌরসভার ২০১২ সালে পিডিপি প্রনয়ন করা হয়েছে।প্রনীত পিডিপি সংশোধনসহ হালনাগাদ করা আবশ্যক।	গোপালগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, অবিনাশ চন্দ্র সরকার সভায় জানান গোপালগঞ্জ পৌরসভার জন্য প্রনীত পিডিপি অনুযায়ী পৌরসভার উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।পিডিপি হাল নাগাদ করা হয়েছে।	ইতিপূর্বে প্রনীত পিডিপি সংশোধিত প্রনীত পিডিপি অনুযায়ী পৌরসভার উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র/ নির্বাহী প্রকৌশল
৬.	খ) উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন	ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনা ইউনিটের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও তদারকী করণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে মাসের শেষ তারিখে নগর পরিকল্পনা ইউনিটের সভায় অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও তদারকী করছেন।	গঠিত ইউনিটের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলী ও উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও তদারকী করণ অব্যাহত রাখবেন।	মেয়র/ নির্বাহী প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ
৭.	ক) বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M পরিকল্পনা প্রণয়ন	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক O&M পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পৌরসভার সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে O&M খাতে এম এম টি সহ ৩০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য O&M কর্মপরিকল্পনার আওতায় মোট ১০,৮৯,৫০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে নিম্নলিখিত খরচ করা হয়েছে। ক) রাস্তা মেরামত ও সংস্কারের জন্য মোট = ১,৫০,০০০/- টাকা; খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মেরামত ও সংস্কার = ৮০,৫০০/- টাকা গ) সড়ক বাতি সংস্কার ও প্রতিস্থাপন =৫৩০,০০০/- টাকা চলতি ত্রৈমাসিকে মোট ২,৮০,৫০০ /- টাকা O&M খাতে ব্যয় করা হয়েছে। -জনাব শাহীনুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ পৌরসভা পৌরসভা বলেন, জরুরী ভিত্তিতে যে সকল কাজ করা প্রয়োজন সেগুলো মোবাইল মেইনটেনেন্স টিমের মাধ্যমে পরিদর্শন করে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।	চলমান ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পৌরসভার রাজস্ব বাজেট হতে উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী/ হিসাব শাখা

ক্ষেত্র ৩। নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (Equity and Inclusiveness of Women and Urban Poor)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
৮.	ক) জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও	- GAP বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট	নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করে PMU'তে প্রেরণ করা হয়েছে। -নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব মোঃ জুলফিকার	- নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে প্রণীত জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষন, র‌্যালি, মাসিক সভা ও উঠান	চেয়ার পার্সন এবং সাচিবিক দায়িত্ব প্রাপ্ত

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
	বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	১৭,০৮,১৯৬/- টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ পর্যন্ত GAP বাস্তবায়নের জন্য খরচ হয়েছে ৬,১০,৫০০/- টাকা।	আলী মোল্লা বলেন, উক্ত কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করার কাজ চলমান রাখা হয়েছে। - নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা বেগম বলেন জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৯টি ওয়ার্ডে উঠান বৈঠক করা হয়েছে। চলমান অর্থ বৎসরে-UGIIP-III কাজ শুরু হওয়ায় GAP নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। - GAP বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক নিয়মিত PMU' 'তে প্রেরণের কাজ চলমান রয়েছে। TLCC এর সদস্য জনাব মোঃ এমদাদুল হক, দরিদ্র প্রতিনিধি মরিয়ম আক্তার ও দিপালী বালা বলেন দরিদ্র মহিলাদের আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মমূখী প্রশিক্ষনের উদ্দ্যোগ গ্রহন করার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।	বৈঠক অনুষ্ঠান নিয়মিত চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি খাদিজা বেগম জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তী কোয়ার্টারের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। - মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই প্রশিক্ষন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব খাদিজা বেগম বলেন জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।	নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
৯.	খ) দারিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্রহ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে দরিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনার রুপরেখা বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা ও সকল সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব ইসমাত আরা বলেন দরিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনার রুপরেখা বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্রদের স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। PRAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে PMU তে প্রেরণ করা হবে । জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ পর্যন্ত PRAP বাস্তবায়নের জন্য খরচ হয়েছে	TLCC এর সম্মানিত সদস্য ও দরিদ্র প্রতিনিধি জনাব মলিবালা বলেন অত্র পৌরসভার অনেক পরিবার দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। তিনি আরও বলেন চিহ্নিত বস্তিসমূহের স্যানিটেশন ব্যবস্থা, ড্রেইনেজ ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।	- পৌর এলাকার বস্তিসমূহের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মমূখী প্রশিক্ষন সহায়তা করার লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। - দরিদ্রহ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্তিসমূহের মধ্যে পরিবার জরিপের মাধ্যমে হতদরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করা হয়েছে। - দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা ও সকল সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব ইসমাত আরা বলেন দরিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনার রুপরেখা বাস্তবায়নের জন্য দরিদ্রদের স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। PRAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে PMU তে প্রেরণ করা হয়েছে।	চেয়ার পার্সন এবং সাচিবিক দায়িত্ব প্রাপ্ত দারিদ্রহ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
		১,০৮,৭২০/- টাকা ।		•	
১০.	গ) বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) সভা	PMU হতে নির্দেশনা মোতাবেক এলসিডিএ ও একেএস জনবল দ্বারা ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সহায়তায় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক (অতিরিক্ত) স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাহেব সভাকে জানান যে, পৌর এলাকার বস্তি সমূহ ইতোমধ্যে চিহিত করে সভা করা হয়েছে।	পিএম এর নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন ওয়ার্ডের SIC ৩০টি সভা করা হয়েছে।	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা

ক্ষেত্র - ৪। স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি (Enhancement of Local Resource Mobilization)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
১১.	ক) হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ	রি-এসেসমেন্টের চলমান প্রক্রিয়ায় প্রতিটি হোল্ডিং এর বার্ষিক মূল্য নির্ধারন ও কর নিরুপণ এবং নিরুপিত করের বিল হোল্ডিং দাতার বাড়ীতে পৌছানোর জন্য কর নির্ধারনী শাখাকে মেয়র মহোদয় নির্দেশ দেন। প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী ৮৫% কর আদায়ের জন্য টিম গঠন, মাইকিং ক্যাম্পেইন প্রগ্রামের মাধ্যমে কর আদায় অব্যাহত রাখার ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন ।	২০১৯-২০ অর্থবছর হতে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য সাধারন এসেসমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ সাধারন এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৪৮% পৌরকর আদায় করা হয়েছে।	আদর্শ কর তফশীল ২০১৪ অনুযায়ী নতুন ও সম্প্রসারিত ভবনের অন্তবর্তী কর নির্ধারন কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সম্মানিত সভাপতি ও মেয়র মহোদয় আরও বলেন, কর নিরুপন শাখার সকল কর্মচারীকে চলমান ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পৌর কর ধার্য্যের বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিব /ট্যাক্স শাখা
১২.	খ) পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত)	'কর-বহির্ভূত রাজস্ব' আদায় গত অর্থবছরের চাইতে মূল্য বৃদ্ধির হার এর সমতুল্য 'কর-বহির্ভূত রাজস্ব' হার বৃদ্ধি করতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পৌর সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বর্তমান সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভাড়া নির্ধারন ও প্রকৃত ব্যবসায়ীদের	- পৌরসভার সচিব জনাব কে জী এম মাহামুদ বলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী পৌরসভার আওতায় ২টি হাটের ইজারা মূল্য বৃদ্ধি করে ইজারা দেওয়া হয়েছে। ১৪২৫ বাংলা অর্থ বছরে ১,৯৪,১৮,৭৭৫ /- টাকা আয় হয়েছিল এবং ১৪২৬ বাংলা অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮৫,২২,৫০১/- টাকা আয় হয়েছে। পৌরসভার আওতায় মোট ১৯০ টি নিজস্ব দোকান ঘর আছে। দোকান ঘর ভাড়া বাবদ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দাবী ৪৪,৬৫,৭৯৭.০০ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়ার্টারে দোকান ঘর ভাড়া বাবদ দাবী ১১,১৬,৪৪৯.০০ টাকা এবং চলতি কোয়ার্টারে বকেয়াসহ আদায় হয়েছে ৮,৬৯,৮২৮.০০ টাকা আদায়ের হার ৭৮%।	গোপালগঞ্জ চেম্বর অব কমার্সের সহযোগীতায় পৌরসভার সকল ব্যবসায়ীদের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেককে ট্রেড লাইসেন্স এর আওতায় আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - বংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নতুন গেজেট অনুযায়ী সকল ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দোকান ভাড়া বৃদ্ধিসহ বকেয়া ও চলতি দোকান ভাড়া আদায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৌর সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বর্তমান	সচিব/ সাধারন শাখা/লাইসেন্স শাখা

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
		দোকান বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে।	১১৮৩ টি ট্রেড লাইসেন্স এর বিপরিতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আদায় হয়েছে ১১,৭৫,৫০০.০০। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে ৮০০টি নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স এর বিপরিতে আদায় হয়েছে ৯,৮৯,৮৯৬.০০ টাকা। কর-বহির্ভুত রাজস্ব আদায় মূল্য বৃদ্ধির হারের সাথে সাথে আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। TLCC এর সদস্য জনাব পিপি সাহেব বলেন পৌরসভার সামগ্রীক ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখার জন্য পৌরসভার দোকান ভাড়াসহ সকল আয় বাজার মূল্যের সাথ সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি করার বিষয়ে আলোচনা করেন।	সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভাড়া নির্ধারন ও প্রকৃত ব্যবসায়ীদের দোকান বরাদ্ধ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
১৩.	গ) কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন	কম্পিউটারাইজড হোল্ডিং ট্যাক্স বিল জারির কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে এবং গ্রাহকের বাড়ি বিল যথাসময়ে পৌছানোর কাজ চলমান রাখা হয়েছে । -মাসিক ভিত্তিতে ট্যাক্স প্রতিবেদন প্রস্তত করে মেয়রের নিকট উপস্থাপন ও PMU তে প্রেরণ করা হয়েছে ।	*কম্পিউটারাইজড হোল্ডিং ট্যাক্স বিল জারির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে নতুন রেট অনুযায়ী ডাটা এ্যান্ট্রির কাজ শেষ হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকের বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিল যথাসময়ে পৌছানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে ৫০৯ টি ট্যাক্স বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট পৌছানো হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারী-বেসরকারী পৌরকরের রি-এ্যাসেসমেন্টের কাজ চলমান থাকায় বিপক্ষে চলতি কোয়ার্টারে জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ মাসে সরকারী ও বেসরকারী মোট ৫০৯ জন গ্রাহক ব্যাংকের মাধ্যমে বিলের অর্থ প্রদান করেছে। যার পরিমান ১১,০০,৮৫৯/- টাকা।	- কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তণ এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করার কাজ চলমান থাকবে। নতুন রেট অনুযায়ী কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি কোয়ার্টারে কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট উক্ত বিল প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের কপি প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী অর্থ বছরের বিল যথা সময়ে গ্রাহকের হাতে পৌছে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	**ট্যাক্স কালেকটর**
১৪.	ঘ) পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ	পানির বিল আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইকিং, প্রচারণা করাসহ TLCC ও WC এর সভায় নিয়মিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পানির সমস্ত বিল পরিশোধ না করলে পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণসহ সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই ধারা অব্যহত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। -প্রতি ২ মাস অন্তর অন্তর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরী করে মেয়র এর নিকট উপস্থাপন ও PMU তে প্রেরণ করা হয়েছে ।	গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পানি শাখার চলতি ও বকেয়া সহ মোট দাবীর পরিমান ৪,০৭,৯০,০০০/-টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ত্রৈমাসিকে ২২০১৪টি পানির বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট পৌছানো হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ মাসে পানি সরবরাহ শাখার গ্রাহকের নিকট বকেয়া ও চলতি দাবীর পরিমান = ১,৩৫,৬৫,০০০/- জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ পানি শাখার বকেয়াসহ আদায়ের পরিমান = ৬০,৩৪,৬৯৮ /- এবং আদায়ের হার ৬৩%। পানির বিল আদায়ের হার অব্যহত রাখার জন্য মাইকিং করা, টিম গঠন করে পানির বিল আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আলোচনা করেন। পানি শাখার তত্বাবধায়ক জনাব জাকারিয়াা বলেন সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও গ্রাহকদের নিকট থেকে বকেয়া আদায়ে জন্য পরামর্শ প্রদানের জন্য সভাকে অনুরোধ জানান। বকেয়া পানির বিল আদায়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	- পৌরসভায় কোন কোন এলাকায় পানির সংযোগ লাইন না থাকায় এ ব্যাপারে TLCC এর সম্মানিত পানির সমস্ত বিল পরিশোধ না করলে পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণসহ বকেয়া গ্রাহকের বাসার সামনে লাল পোষ্টার লাগানোসহ সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই ধারা অব্যহত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ওয়াটার সুপার

ক্ষেত্র ৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা (Financial Management, Accountability and Sustainability)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
১৫.	ক) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বছরের বাজেট TLCC ও নাগরিক বৃন্দের সাথে আলোচনা ও মাসিক সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। - UGIIP-III প্রকল্পের শর্তানুসারে O & M, GAP, PRAP, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল, TLCC, WC, CBO, MCC সহ বিভিন্ন খাতে সঠিক নিয়মে বাজেটে বরাদ্দ সঠিক ভাবে ব্যয় করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	পৌরসভার সচিব, জনাব কে জী এম মাহামুদ বলেন ২০১৯-২০অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন করে বিশেষ TLCC এর সভায় ও পৌর পরিষদের মাসিক সভায় অনুমোদন করা হয়েছিল এবং পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে ও শহরের বিভিন্নপ্রর্দাশিত স্থানে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া বাজেট বিষয়ে গনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।	UGIIP-III প্রকল্পের শর্তানুসারে O & M, GAP, PRAP, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল, TLCC, WC, CBO, MCC সহ বিভিন্ন খাতে সঠিক নিয়মে বাজেটে বরাদ্দ রাখাসহ বাজেট প্রনয়ন করে ২০১৯-২০২০ ইং অর্থ বছরের বাজেট TLCC ও নাগরিক বৃন্দের সাথে আলোচনা ও মাসিক সভায় অনুমোদন করা হয়েছে।	মেয়র ও সচিব
১৬.	খ) অডিট এন্ড একাউন্টেন্স স্থায়ী কমিটিতে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পুর্ন করা।	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করনের জন্য অডিট এন্ড একাউন্টস সম্পৃক্ত করে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময় পৌরসভার আভ্যন্তরীন অডিট কার্য সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ২০১৯-২০ অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরনী প্রস্তুত করা হয় এবং হিসাব ও নিরীক্ষা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক উক্ত অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। যাহা পৌর পরিষদের সভায় উপস্থাপন, ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং পিএমইউতে প্রেরন করা হবে।	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ২০১৯-২০ অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরনী প্রস্তুত করা হয় এবং হিসাব ও নিরীক্ষা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক উক্ত অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যাহা পৌর পরিষদের সভায় উপস্থাপন, ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং পিএমইউতে প্রেরন করা হয়েছে।	সচিব ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা
১৭.	গ) কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন	কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তণ / চলমান রাখা হয়েছে । সেপ্টেম্বর/২০১৯ইং মাসের Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন এবং PMU তে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।	জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ইং, মাসের কম্পিউটারাইজড হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ মাসের Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা PMU তে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	- প্রতি মাসের শেষে Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা এবং PMU তে প্রেরণ করার কাজ চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	**হিসাব শাখা**
১৮.	ঘ) বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ	-বিদ্যুৎ/ টেলিফোন বিলসমুহ পরিশোধ করার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেটে ৩৮,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরবর্তী অর্থ বছরের নিয়মিত পরিশোধ করার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ফেব্রুয়ারী/২০১৮ ইং পর্যন্ত রাস্তা ও অফিসের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া নাই। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়ার্টারে সারচার্জ ব্যতীত বকেয়া ও চলতি বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১,৪২,০৮২/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব স্বরুপ বোস বলেন জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ইং পর্যন্ত পানি সরবরাহ শাখার চলতি ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৩৬,৬৬,৯৪৩/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টেলিফোন বিল বাবদ ৯,৩২৪/- টাকা টেলিফোন বিল গত কোয়ার্টারে পরিশোধ করা হয়েছে।	প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিল প্রাপ্তি নিশ্চিত করে উক্ত বিল নিয়মিত পরিশোধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল চলমান অর্থ বছরের নিয়মিত পরিশোধ করার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র, সচিব ও নির্বাহী প্রকৌশলী

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
১৯.	ঙ) স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন	স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	ইতোমধ্যে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদের হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদ তথ্যাদিতে পৌরসভার ভূ-সম্পত্তি, ভবনাদি, যানবাহন, পানি সরবরাহ শাখার সম্পদসহ পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেনের তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।এছাড়া সম্পদের অবচয় হিসাব প্রবর্তন করে একটি অবচয় তহবিল গঠনসহ ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।	স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এবং সম্পদের অবচয় হিসাব প্রবর্তন করে একটি অবচয় তহবিল গঠনসহ যে কোন তপশীল ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়েছে।	মেয়র/সচিব/হিসাব রক্ষনকর্মকর্তা
২০.	চ) সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করা	-BMDF নিকট থেকে ২০১১ সালে ৩৭,৮৮,৯৭৯/= টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল, উক্ত ঋনের টাকা ৩৬ কিস্তিতে পরিশোধ করাতে হবে। যার বিপরিতে মার্চ-১৮ পর্যন্ত ২৬টি কিস্তি পরিশোধিত আছে।	**BMDF** নিকট থেকে ৩৭,৮৮,৯৭৯/= টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২২টি কিস্তির মাধ্যমে ১,১৯,৭২১২/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	-**BMDF** নিকট থেকে ৩৭,৮৮,৯৭৯/= টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল যাহা সুদসহ মোট ৪৮,৫৪,৬২৯/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ইং পর্যন্ত মোট ১,২৪,৬৬৮/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি কিস্তির টাকা শর্তানুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।	মেয়র, সচিব /হিসাব রক্ষক

ক্ষেত্র ৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (Administrative Transparency)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
২১.	ক) স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ ইং কোয়ার্টারের সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে ।	অত্র পৌরসভায় ১৫টি স্থায়ী কমিটি আছে। উক্ত স্থায়ী কমিটির জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ মাসের সকল মাসিক সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সমূহের কার্যবিবরনীও তৈরী করা হয়েছে এবং ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	- আগামী জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়ার্টারের সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২২.	খ) সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ (সূত্রঃ	- চলতি কোয়াটারে গ্যাপের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষন চলমান রয়েছে।এই পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় নি।	-পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো পুন:বিন্যাস করা হয়েছে। পৌর জনগনের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য যে সকল শাখায় লোক বলের অভাব রয়েছে সেসব শাখায় মাষ্টার রোলে অথবা অন্য শাখা থেকে স্থানান্তর করে কর্মী বাড়ানোর বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে সকলেই মত দেন।	- নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
	পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৪ ধারা)	- নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।		অতি সত্তর টিএলসিসির সদস্যদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে।	
২৩.	গ) সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার	ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। জন্ম-মৃত্য সনদ কম্পিউটারে রেকর্ড রাখা এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।	ট্রেড লাইসেন্স সফটওয়ার চালু করার কাজ চলমান আছে। অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন করা ও বিতরন করা চলমান আছে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়ার চলমান আছে। গোপালগঞ্জ পৌরসভার ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে যাহার ঠিকানা নিম্নরুপ www.gopalganjpourashava.org তাছাড়া গোপালগঞ্জ পৌরসভায় একটি ই মেইল রয়েছে। যার ঠিকানাঃ gopalganjpourashava72@gmail.com.	অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন ও বিতরন একটি চলমান প্রক্রিয়া। পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজ চলমান রাখা হয়েছে।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা

ক্ষেত্র ৭। পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা (Keeping Essential Pourashava Services Functional)

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরবর্তী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
২৪.	ক) বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮,০০,০০০/- টাকা বাজেট রাখা হয়েছে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়াটারে খরচ হয়েছে ৯,১৭,৫৩৮/- টাকা।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। TLCC অধিকাংস্য সদস্য বর্তমানে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ কাজে পৌরসভার প্রতি সন্থষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	মেয়র ও সচিব,কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর
২৫.	খ) ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।	ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০,০০,০০০/- টাকা বাজেট রাখা হয়েছে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়াটারে খরচ হয়েছে ৯৮,০০০/- টাকা।	ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। TLCC অধিকাংস্য সদস্য বর্তমানে ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে পৌরসভার প্রতি সন্থষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	মেয়র ও সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী
২৬.	গ) সড়ক বাতি কার্যকর রাখার	শতভাগ সড়ক বাতি নিশ্চিত করণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের	চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয় এবং ১০০% সড়ক বাতি সচল আছে।	বর্তমানে পৌরসভায় ৯০% বিদ্যুৎ কার্যকর আছে।	মেয়র ও সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী

ক্রঃ নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী TLCC সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/ বর্তমান অবস্থা (সর্বশেষ মাস পর্যন্ত)	পরর্বতী করণীয়/সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়-সূচীসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তা
	ব্যবস্থা	বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পৌরসভার ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার নিমিত্তে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮,০০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়াটারে খরচ হয়েছে ৫,১৭,২৭২/- টাকা।	TLCC অধিকাংস্য সদস্য বর্তমানে সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা কাজে পৌরসভার প্রতি সন্থষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	
২৭.	ঘ) অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারি করণ	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সরজমিনে নিয়মিত পরিদর্শন করে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক মেরামত যোগ্য কার্যাদি সম্পন্নের জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য ৫,০০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়াটারে খরচ হয়েছে ৬১,০০০/-টাকা।	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সকল মেরামত যোগ্য কার্যাদি বাস্তবায়নে Mobile Maintenance Team কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন এবং গোপালগঞ্জ পৌরসভার ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। TLCC অধিকাংস্য সদস্য বর্তমানে অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারি করণ কাজে পৌরসভার প্রতি সন্তুষ্ঠি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	মেয়র ও সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী
২৮.	ঙ) স্যানিটেশন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা	১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করণের জন্য স্যানিটেশন কার্যক্রমের অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পৌরসভা কর্তৃক স্যানিটেশন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এজন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পৌরসভা কর্তৃক স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার নিমিত্তে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০,০০,০০০/- টাকা বাজেট রাখা হয়েছে এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর/১৯ কোয়াটারে খরচ হয়েছে ৩,৮৮,,৫০০/- টাকা।	স্যানিটেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পৌরসভাধীন সকল সৌচাগার, কমিউনিটি ভিত্তিক পাবলিক টয়লেটসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। TLCC অধিকাংস্য সদস্য বর্তমানে স্যানিটেশন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা পৌরসভার প্রতি সন্তুষ্ঠি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	মেয়র ও সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী

আলোচ্যসূচী - ৩ ঃ বিবিধ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নেরসময়-সূচীসহ)	দায়ীত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/কর্মকর্তা

১	বকেয়া পানির সরবরাহ প্রসংগে	বকেয়া পানির গ্রাহকদের পানির বিল পরিশোধ করার জন্য বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে।	সদস্য রুনু বেগম জানান, পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ কম থাকায় এলাকার জনগন খুবই পানি কষ্টে রয়েছে তিনি পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করার মতামত প্রদান করেন।	নতুন ট্রিটমেন্ট তৈরীর পাশাপাশি কাজুলিয়া হতে পানি আনার ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে তা আগামী সভায় উত্থাপন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	তত্ত্বাবধায়ক,পানি সরবরাহ শাখা গোপালগঞ্জ পৌরসভা।
২	শহর আলোকিত করন ও শহরের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরন	শহর আলোকিত করন ও শহরের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার প্রদান বিষয়ক	পাপিয়া আহম্মেদ পপি, সদস্য টিএলসিসি, কাউন্সিলর, সাইয়েদা আক্তার, কাউন্সিলর, ইসমাত আরা, কাউন্সিলর মোঃ আলিমুজ্জামান বিটু, সদস্য, শাহাজান মোল্লা,আঃ হানিফ, খাদিজা পারভিন, মলিবালা, মরিয়ম আক্তার,সমুয়েল বালা শহর আলোকিত করন,পুরাতন ডাস্টবিনের স্থানে একটা ব্যানার টাঙ্গানোর প্রস্তাব,ডাষ্টবিন প্রধান শহরের পার্শ্ব হতে অন্যত্র স্থানান্তর করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও শহর নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য মতামত দেন।	জনগনের রাত্রিকালীন নিরাপত্তার জন্য রাস্তার বাতি নিয়মিত প্রজ্জলন ও বাড়ী বাড়ী হতে গৃহস্থলির ময়লা এবং শহরের ময়লা নিয়মিত পরিস্কার করার সুপারিশ করা হয়।ড্রেনের সাথে টয়লেটের সংযোগ না রাখার ব্যবস্থা গ্রহন,লেক পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা গ্রহন , পাইপ ড্রেনও স্লাব ড্রেন পরিস্কার করার ব্যস্থা গ্রহন।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ও কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর গোপালগঞ্জ পৌরসভা।
৩	রাজস্ব আয় বৃদ্ধি কর্মপরিকল্পনা(REAP) প্রণয়ণ	গোপালগঞ্জ পৌরসভার পৌর নাগরিকদের সেবা, উন্নয়নমূলক কাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিশ্চিত কল্পে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক	সচিব, কে জী এম মাহামুদ সাহেব জানান, পৌর নাগরিকদের সেবা প্রদান ও উন্নয়নমূলক কাজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ পৌরসভার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি কল্পে নিম্নলিখিত খাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন। ক) অটোরিক্সার লাইসেন্স ফি, খ) ইমারত নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ ফি, গ) শিশুপার্ক /মেলা প্রদর্শন, ঘ) রোলার, ভ্যাকু ট্রাক ও স্কাভেটর ভাড়া, ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর।	পৌর নাগরিদের সেবা, উন্নয়নমূলক কাজ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা নিশ্চিত কল্পে ক) অটোরিক্সার লাইসেন্স ফি, খ) ইমারত নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ ফি, গ) শিশুপার্ক /মেলা প্রদর্শন, ঘ) রোলার, ভ্যাকু ট্রাক ও স্কাভেটর ভাড়া, ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর খাত সমুহে আয় বৃদ্ধি করার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের সুপারিশ করা হয়।	সচিব ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।
৪	উন্নয়ন প্রকল্পের স্কীম অনুমোদন	বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিকট হতে যে সকল প্রাপ্ত স্কীমের প্রাক্কলনসহ সভায় উপস্থাপন করা হয়।	সভাপতি জানান, যেসকল রাস্তায় কালভার্ট প্রযোজন এরকম ১০টি কালভার্টের প্রাক্কলন করে প্রকল্প অফিসে প্রেরনের নির্দেশ দেন। তাছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় জানান গোপালগঞ্জ পৌরসভায় চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিকট হতে ১১৫টি স্কীমের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে যা তিনি সভায় উপস্থাপন করেন। স্কীম সমুহের তালিকা ক পতাকায় সংযোজিত করা হলো। উক্ত স্কীম সমুহ অনুমোদন করা প্রয়োজন	উপস্থাপিত স্কীম সমুহ অনুমোদন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

এছাড়া সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মোহাম্মাদ নাজমুল হাসান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জনাব পপি , পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি রিজওয়ান ইসলাম রউফ,জনাব জুলফিকার আলী মোল্লা ,স্বরুপ বোস এবং নাহিদা খান মলি,খাদিজা বেগম, গোপালগঞ্জ।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় পৌরসভার উন্নয়নে সকলকে সর্বাত্বক সহযোগীতা করার আহবান জানিয়ে এবং উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

মেয়র
গোপালগঞ্জ পৌরসভা
ও
সভাপতি
নগর সমন্বয় কমিটির (TLCC)

স্মারক নং- গোঃপৌঃ/ তারিখ ঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়নও সমবায় মন্ত্রনালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

২. প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III)

এলজিইডি ভবন লেভেল-১২, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৩. জনাব/জনাবা .... সম্মানিত সদস্য, TLCC কমিটি, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।
৪. শহর পরিকল্পনাবিদ,গোপালগঞ্জ পৌরসভা। তাকে পিডিপি আপগ্রেড করার জন্য বলা হলো।
৫. উপ-সহকারী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ),গোপালগঞ্জ পৌরসভা। তাকে টিএলসিসি এর সভার কার্যবিবরনী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য বলা হলো।
৬. হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা (ভারপাপ্ত), গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

মেয়র

গোপালগঞ্জ পৌরসভা